দৈনিক ইত্তেফাক C46

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 30 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ১ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

বিলম্বে ফল প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিলম্বে ফল প্রকাশের অবসান ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। গত পরশু ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহাছাড়া সভা ইহার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সচেতন করিয়া দেয়। সভায় যথাশীঘ্র সম্ভব ফলাফল প্রকাশ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সময়মত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার সাথে নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু এবং সেশন জট নিরসন করার বিষয় জড়িত। আগে যথাসময়ে পরীক্ষা হইত এবং জুলাই মাসে সেশন শুরু হওয়ার আগেই ফল প্রকাশ হইয়া যাইত। একান্ত কোন দৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত না হইলে ইহার হেরফের হইত না। কিন্তু উত্তর-স্বাধীনতাকালে অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। দেখিতে না দেখিতে দুই-তিনটি সেশন একত্রিত হইয়া যায় এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ অনিয়মিত হইয়া পড়ে। পরিণামে শুধু শিক্ষার্থী নয়, অভিভাবকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকেন। পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে '৮৪ সালের পরীক্ষা '৮৮ সালে হইবে কিনা বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মূল্যবান সময়ের অপচয় ছাড়াও সরকারী চাকুরী এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা দায় হইয়া উঠে। অন্যদিকে অভিভাবকরা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিসহ নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন। অনেকের ছাত্র জীবন নষ্ট হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীর ভাগ অভিভাবকই ধনাঢ্য ব্যক্তি নন, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ আয়ের মানুষ, অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া সন্তান-সন্ততিদের পড়ার খরচ যোগাইয়া থাকেন। এই অবস্থায় তিন বছরের কোর্স ছয় বছরে শেষ না হওয়ায় তাহাদের আর্থিক চাপ প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশে বিলম্বও অন্যতম দায়ী। কোন কোন ক্ষেত্রে ফল প্রকাশের ব্যাপারে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে যে, মাত্র ১২টি খাতা পরীক্ষা করিয়া ফলাফল ঘোষণা করিতে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া যায়। পরিণতি কি হয়, শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থাই ইহার প্রমাণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিশেষতঃ ভাইস চ্যান্সেলরের কতিপয় সাহসী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সাম্প্রতিককালে পরিস্থিতির বেশ কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। দুই বছর আগে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হইয়াছিল মাত্র ৫৭ দিন, গত বছর সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রায় নিয়মিত ক্লাস হইয়াছে। শুধু তাই নয়, সেশন জট দূর করার জন্য রোজার অর্ধেক সময়ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশও এখন আগের চাইতে উন্নত হইয়াছে। কয়েক বছর আগেও বোমা-পিস্তল-বন্দুক-রামদা-কিরিচ প্রভৃতি যেখানে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, এখন তাহার অনেকটাই নাই। তুলনামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এখন অনেক অনাবিল। সন্দেহ নাই, এই পরিবেশ গোটা জাতিরই কাম্য। এই পরিবেশ শুধু রক্ষা করা নয়, উন্নততর করা হইবে—এই প্রত্যাশার পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে দেশবাসী নিয়ম-নিষ্ঠা আশা করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে পরিবেশ গড়িয়া তোলার জন্যই উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন না থাকার কোন কারণ নাই। আমরা আশা করি, সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিকার মুক্তির দুর্গ ও জ্ঞান-চর্চাপীঠ করিয়া তোলা হইবে।